মোগলসরাই জংশন
মোগলসরাই জংশন
মোগলসরাই জংশন

মোগলসরাই জংশন

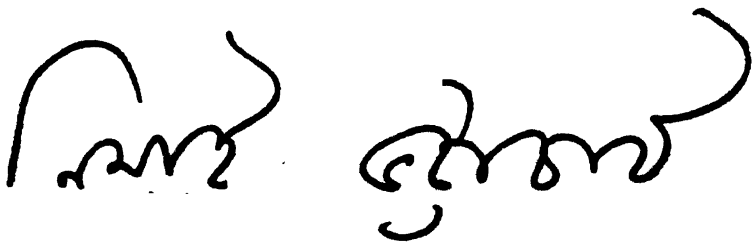

: প্রাপ্তিস্থান :
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ—১৩৫৯

প্রচ্ছদ :
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভাই

গোরাচাঁদ দত্তকে

সবিনয় নিবেদন,

বেশ ক'বছর আগে 'রাজধানীর নেপথ্যে' লিখে আপনাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে। তারপর আরও অনেক বই বেরিয়েছে। মেমসাহেব, ভি-আই-পি, রবিবার, পিকাডিলী সার্কাস, ককটেল, ম্যাডাম, ডার্লিং, তোমাকে, এ-ডি-সি ইত্যাদি লিখে সে যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে আরেক নিমাই ভট্টাচার্যের আবির্ভাব ঘটেছে। আরও হয়তো বেরোবে। সুতরাং, আমার পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন আমার বই কেনার আগে আমার স্বাক্ষর ও সম্পূর্ণ বইয়ের নামের তালিকা মিলিয়ে বই কেনেন।

সকৃতজ্ঞ

নিমাই ভট্টাচার্য

রাত্রির মেয়াদ শেষ হয়ে এলেও দিনের যাত্রা তখনও শুরু হয়নি। মোগলসরাই ইয়ার্ডের অসংখ্য সার্চ-লাইটগুলো জ্বললেও ম্লান হয়ে এসেছে তাদের দীপ্তি। ইস্ট রিসিভিং কেবিনের লাল নীল প্যানেল লাইটগুলো এখনও নজরে পড়ছে। আকাশের তারার মতো দিনেও ওরা জ্বলে, কিন্তু দেখা যায় না। রাতের অন্ধকারে যারা স্পষ্ট, যারা জীবন্ত, তাদের অনেকেই দিনের আলোয় হারিয়ে যায়।

পোর্টারের মাথায় গার্ডের বাক্স। শর্মাজী তার পিছনে। একটু এগিয়েই একবার পিছন ফিরে দেখলো কোন ট্রেন আসছে কিনা। অনেক দূরে একটা ইঞ্জিনের আলো নজরে পড়ল। তবে মনে হলো এদিকে আসবে না। গুডস্ গার্ড বেণীশঙ্কর শর্মা রেল লাইন ধরেই পোর্টারের পিছনে পিছনে এগিয়ে চলে। সারা রাত্রি ঘুম হয়নি। প্রায়ই হয় না। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। মাথা ঝুঁকে পড়েছে। ঘামে সারা শরীর চট চট করছে। প্যাণ্টটা ভিজে একেবারে পায়জামা হয়ে গেছে। কোটটা ভালই আছে। ভাঁজ-করা কোটটা হাতে রয়েছে। ওটা প্রায় ব্যবহারই করতে হয় না। কিন্তু মোটা হ্যাণ্ডলুমের সার্টটা ভিজে গেছে। গেঞ্জি-আণ্ডারওয়ারের অবস্থা আরো খারাপ। গায়ের সঙ্গে সেঁটে এঁটে গেছে। বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে। নিজের গায়ের দুর্গন্ধে নিজেরই বিরক্তি লাগছে; তবে অসহ্য নয়। এখন এসব অভ্যেস হয়ে গেছে। আগে যখন অভ্যেস ছিল না তখন বিরক্তি লাগতো, কষ্ট হতো। আগে তো এই রেল লাইনের উপর দিয়ে হাঁটতে গেলেই হোঁচট খেতো। আর এখন?